بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয়
হাদীসের অনন্য সংকলন

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

Downpour of Blessings
—এর অনুবাদ

রহমতের ফল্গুধারা

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয়
হাদীসের অনন্য সংকলন

খণ্ড-১

খালিদ বেগ

অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী
সম্পাদনা | মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

হাদীস সংকলন **রহমতের ফল্গুধারা**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৪ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ / রবিউল আউয়াল ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN : 978-984-96830-7-0
মূল্য : ৮৫০০ (পাঁচ শত টাকা) USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

পাশ্চাত্যের ইসলামী পণ্ডিতগণ সাধারণত এ উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম ও তাদের বই-পুস্তক নিয়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। খালিদ বেগ এর ব্যতিক্রম। তিনি আমেরিকার নাগরিক। পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে তার দ্বীনি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। প্রচারবিমুখ এই নীরব সাধকের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুপ্রেরণার মূল উৎস এ উপমহাদেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য ও নিবিড় যোগাযোগ। তিনি মুফতিয়ে আযম হযরত মুফতী শফী রহ.-এর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। বর্তমানে যুগের অবিসংবাদিত বিজ্ঞ আলেম মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *মুনাজাতে মাকবুল*-এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় তিনি প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী রহ.-এর *মাআরিফুল হাদীস* গ্রন্থটি নিয়ে ব্যাপক চর্চা করেন। এক পর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন, গ্রন্থটির একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করা প্রয়োজন, যা বর্তমানে শতধাবিভক্ত মুসলিমদের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন ও আখেরাতে সফলতা অর্জনে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে তিনি প্রায় এক দশক ধরে গ্রন্থটি নতুন করে সাজান এবং একটি অনবদ্য সংকলন উপহার দেন—*Downpour of Blessings*; যা অনুবাদ করে নামকরণ করা হয়েছে *রহমতের ফল্গুধারা*। এটি চার খণ্ডের প্রথম খণ্ড।

রহমতের ফল্গুধারা—প্রায় এক হাজার হাদীসের একটি অনবদ্য সংকলন। মূল গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে। পাঠ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা এটিকে বাংলা ভাষায় চার খণ্ডে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গ্রন্থটি মূলত *মাআরিফুল হাদীস*-এর আঙ্গিকেই লেখা হয়েছে। তবে এখানে বিষয়াদিরও পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে হাদীসসমূহকে আরও অধিক যুক্তিযুক্ত ও ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি হাদীসের মতন

(অনুলিপি) সরাসরি মৌলিক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সব হাদীসেরই আরবিতে সম্পূর্ণ সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিকিৎসা (তিব্বে নববী) নামে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখক সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সাবলীল ও সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ফলে হাদীসের মূল বক্তব্য অত্যন্ত কার্যকরী ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটে উঠেছে। এখানে ফিকহী মতপার্থক্য বর্ণনার পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রে একটি অনবদ্য সংযোজন। সত্যিকার অর্থে এ রকম একটি অসাধারণ গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আমার নেই। আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তাআলা এ দেশের প্রসিদ্ধ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গ হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ. এবং আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া-এর শাইখুল হাদীস হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। তাদের সোহবতের ওসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তাআলা দয়া করে এ অযোগ্যকে কাজটি করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন। গ্রন্থটিতে হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য হাদীস-গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রেই মূল ইংরেজি কিতাবের অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, সব শ্রেণির পাঠকই গ্রন্থটি থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
অনুবাদক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

صحيح البخاري كِتَابُ الْعِلْمِ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَ عَلَّمَ ٧٩

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো জমিনের ওপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর—যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন—যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন—তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শেখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত যে সেদিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। (আবু মূসা আল-আশআরী রা.-এর বর্ণনা, *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৭৯; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২২৮২)

হেদায়েত ও ইলমের এই প্রবল বর্ষণ থেকে যারা উপকৃত হয়েছেন, আল্লাহ আমাদেরও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অন্যদেরও একইভাবে উপকৃত করেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫
মুখবন্ধ ২৪

প্রথম অধ্যায় : হাদীস-জগৎ ২৬
রাসূল ﷺ-এর ভূমিকা সম্পর্কে কুরআন ২৬
কুরআনই একমাত্র উৎস—একটি নোট ২৮
হাদীস এবং সুন্নাহ ৩৪
হাদীসের প্রচার-প্রসার ৩৭
হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ৩৯
মৌখিক ও লৈখিক প্রচার-প্রসার ৪৪
সত্যতা নির্ণয় : সনদ পদ্ধতি ৪৬
মাওয়ালীদের ভূমিকা ৪৯
বর্ণনাকারীদের যোগ্যতা ৫২
বর্ণনাকারীদের মর্যাদা ৫৪
হাদীসের শ্রেণিবিভাগ ৫৫
মুওয়াতির এবং আহাদ ৫৬
কুরআনের পরে সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থ ৫৮
দুর্বল হাদীস ৫৯
মাওলানা মনযুর নুমানী রহ.-এর উপদেশ ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায় : মৌলিক হাদীসসমূহ ৬৩
ভূমিকা ৬৩
১। আমল এবং নিয়ত ৬৪
ইবাদত ৬৫
জাগতিক কাজ-কর্ম ৬৬
মিশ্র নিয়ত ৬৬
লেনদেন ৬৭
মন্দ কাজ ৬৭
উপসংহার ৬৮
২। হালাল, হারাম এবং সন্দেহজনক জিনিস ৭২
হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট ৭৩
সন্দেহজনক জিনিস এড়িয়ে চলা ৭৩

শুবহা এবং ওয়াসওয়াসা ৭৬
মাধ্যমকে প্রতিরোধ করার মূলনীতি ৭৭
ফতোয়ার অপব্যবহার না করা ৭৮
ব্যক্তির মর্যাদাকে রক্ষা করা ৭৮
পবিত্র অন্তরই সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে মুক্ত থাকতে পারে ৭৯
সঠিক অনুভূতি অর্জন করা ৮০
৩। অনর্থক কথাবার্তা ৮০
৪। নসীহা : সদুপদেশ এবং কল্যাণকামিতা ৮৪
৫। বিদআত (অগ্রহণযোগ্য নতুন প্রথা) ৮৯
৬। আনুগত্যের সীমা-পরিসীমা ৯৮

তৃতীয় অধ্যায় : রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের মর্যাদা ১০০
ভূমিকা ১০১
রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা ১০২
৭। মানবজাতির সরদার ১০৩
৮। নবীদের সর্দার ১০৩
৯। সর্বশেষ নবী ১০৫

সাহাবীদের মর্যাদা ১০৭
কারা সাহাবী? ১০৮
সাহাবীরা কি নিষ্পাপ? ১১১
সাহাবীদের শ্রেণিবিন্যাস ১১১
১০। সাহাবীদের শ্রেণিবিভাগ ১১৪
১১। আবু বকর ﷺ-এর মর্যাদা ১১৬
১২। উমর ﷺ-এর মর্যাদা ১২২
১৩। আবু বকর ﷺ এবং উমর ﷺ-এর মর্যাদা ১২৬
১৪। উসমান ﷺ-এর মর্যাদা ১২৭
১৫। আলী ﷺ-এর মর্যাদা ১৩১
১৬। 'যে আমাকে ভালোবাসে, সে আলীকেও ভালোবাসে' ১৩৩
১৭। কয়েকজন সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা ১৩৭
১৮। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী ১৩৭
১৯। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ﷺ ১৩৮
২০। যুবাইর ইবনে আওয়াম ﷺ ১৩৯
২১। আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ ১৪১
২২। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﷺ ১৪৩

২৩। সাঈদ ইবনে যায়েদ ﷺ ১৪৫
২৪। আহলে বাইত (রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ) ১৪৯
২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ ১৫৩
২৬। উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ ১৫৫
২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ ১৫৭
২৮। উবাই ইবনে কাব ﷺ ১৬০
২৯। আবু হুরায়রা ﷺ ১৬১
৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ ১৬৪
৩১। আনাস ইবনে মালিক ﷺ ১৬৭
৩২। সালমান আল-ফারসী ﷺ ১৬৮
৩৩। আবু মূসা আল-আশআরী ﷺ ১৭১
৩৪। আবু আইয়ূব আল-আনসারী ﷺ ১৭৩
৩৫। আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ ১৭৫
৩৬। সুহাইব আর-রুমি ﷺ ১৭৭
৩৭। আবু যর আল-গিফারী ﷺ ১৮১
৩৮। মুআয ইবনে জাবাল ﷺ ১৮৩
৩৯। উবাদা ইবনে সামিত ﷺ ১৮৪
৪০। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ﷺ ১৮৬
৪১। আমর ইবনুল আস ﷺ ১৯১
৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ ১৯১
৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ ১৯৩
৪৪। যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ ১৯৪
৪৫। জারির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ ১৯৬
৪৬। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ﷺ ২০০
৪৭। সাহাবীদের সমালোচনা সম্পর্কে সতর্কবাণী ২০৩

চতুর্থ অধ্যায় : ঈমান এবং ইসলাম ২০৭
৪৮। হাদীসে জিবরীল (ঈমান, ইসলাম এবং ইহসান) ২০৭
ইসলাম ২১০
ঈমান ২১০
ঈমানের শাখাসমূহ ২১২
আল্লাহর প্রতি ঈমান ২১২
ফেরেশতা ২১২
নবী-রাসূলগণ ২১৪
আসমানী কিতাবসমূহ ২১৪

আখেরাত ২১৫
কে মুসলিম? ২১৫
ইহসান ২১৬
কেয়ামতের আলামত ২১৭
উপসংহার ২১৮
৪৯। ঈমানের মূলভিত্তি : তিনটি বিষয় ২১৯

মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ২২০
৫০। কবরে প্রশ্নোত্তর : বরযখ ২২০
পুরস্কার ও শাস্তির ঘাঁটিসমূহ ২২২
৫১। কবরের আযাব থেকে পানাহ চাওয়া ২১৪
৫২। কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ২২৬
৫৩। পুনরুত্থান ২২৭
৫৪। মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হওয়া ২২৮
৫৫। জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করো ২২৮
৫৬। কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার ২২৯

সহজ হিসাব ২৩১
৫৭। সহজ হিসাব ২৩১
৫৮। বিচার দিবস : মুমিনদের জন্য সহজ হবে ২৩২
৫৯। তাহাজ্জুদওয়ালাদের বিশেষ মর্যাদা : বেহিসাবি জান্নাতী ২৩৩

রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ ২৩৪
৬০। রাসূল ﷺ সুপারিশ করার এখতিয়ার বেছে নিয়েছেন ২৩৪
৬১। কারা রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভ করবে ২৩৬
৬২। 'আমার উম্মত, আমার উম্মত' ২৩৭

জান্নাত এবং জাহান্নাম ২৩৯
৬৩। জান্নাত : কল্পনার অতীত ২৩৯
৬৪। জান্নাত : চিরস্থায়ী শান্তি ২৪০
৬৫। চিরস্থায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি ২৪০
৬৬। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ২৪১
৬৭। একবার জাহান্নামে এবং একবার জান্নাতে অবগাহন ২৪২
৬৮। জাহান্নামের কিছু শাস্তি ২৪৩
৬৯। যাক্কুম : জাহান্নামীদের খাদ্য ২৪৪
৭০। কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা জান্নাত এবং আকর্ষণীয় জিনিস দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত ২৪৫

মুক্তি এবং একমাত্র মুক্তিদাতা **২৪৮**
৭১। মুক্তির উপায় সম্পর্কে একজন বেদুইনের প্রশ্ন ২৪৮
৭২। তাবুক অভিযানে একটি মুজেযা ২৪৯
৭৩। মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর হাদীস : আল্লাহর হক ২৫১
৭৪। ঈমান—মুক্তিলাভের নিশ্চয়তা ২৫৩
৭৫। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা মুক্তির চাবি ২৫৪
৭৬। পারলৌকিক মুক্তি শুধুই ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের জন্য ২৫৫
কুরআনে বর্ণিত মুক্তিলাভের পথ ২৫৬
সহনশীলতা ২৫৯
যারা ইসলামের দাওয়াত পায়নি, তাদের অবস্থা ২৬২

ইসলামের ধর্মান্তরিত হওয়ার ফায়দা **২৬৪**
৭৭। পরিচ্ছন্ন অন্তর ২৬৪
৭৮। ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য সুসংবাদ ২৬৫

তাকদীর : ঐশী সিদ্ধান্ত **২৬৬**
৭৯। তাকদীর : গুরুত্ব ও অর্থ ২৬৬
৮০। ঐশী সিদ্ধান্ত এবং মানুষের চেষ্টা ২৬৮
৮১। ঐশী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিতর্ক ২৬৯
৮২। তাকদীরে বিশ্বাস না করার পরিণতি ২৭০
৮৩। ঐশী সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তেও পরিবর্তন হতে পারে ২৭১

স্তম্ভসমূহ **২৭৩**
৮৪। পাঁচটি স্তম্ভ ২৭৩
৮৫। ইসলামের স্তম্ভগুলোর ব্যাপারে এক বেদুইনের প্রশ্ন ২৭৬
৮৬। স্তম্ভসমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া ২৭৮

ঈমানের বিষয়সমূহ **২৮১**
৮৭। ঈমানের শাখাসমূহ ২৮১
৮৮। ঈমানের নিদর্শন ২৮২
৮৯। ঈমানের স্বাদ ২৮৩
৯০। ঈমানের মিষ্টতা ২৮৪
৯১। ঈমান এবং রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ২৮৪
৯২। ঈমান, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং নববী হেদায়েত ২৮৬
৯৩। ঈমান : আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ২৮৬
৯৪। মুসলিম-চরিত্রের প্রয়োজনীয় দিক : কারও ক্ষতি না করা ২৮৭

৯৫। ঈমান এবং মন্দের বিরুদ্ধে অবস্থান ২৮৮
৯৬। ঈমান এবং মন্দকে বাধা দেওয়া ২৮৯
৯৭। ঈমান এবং কবিরা গুনাহ ২৯১

নিফাক : ঈমানের মিথ্যা দাবি **২৯২**
৯৮। নিফাক (মুনাফিক)-এর চিহ্নসমূহ ২৯২
৯৯। মুনাফিক এবং সালাত ২৯৪
১০০। মুনাফিক এবং মসজিদে নামায ২৯৫

ঈমানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ **২৯৬**
১০১। শয়তানের প্ররোচনা ২৯৬
১০২। বিশেষ শয়তানি ওয়াসওয়াসা ২৯৭

ঈমান এবং ইসলামের সারাংশ **২৯৯**
১০৩। চার শব্দে ইসলামের মৌলিক বার্তা ২৯৯
১০৪। ঈমান : জাগ্রত হওয়ার আহ্বান ৩০১
১০৫। আশা এবং ভয় : একটি স্মারক ৩০১

ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দলিল হচ্ছে হাদীস। তেইশ বছরের নবুয়তী জীবনে যারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনি তাদের প্রত্যেককেই শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কথা ও কাজে, তার উপস্থিতিতে সংঘটিত বিভিন্ন কাজে সম্মতি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপনে, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে, সাধারণ কথাবার্তা ও আনুষ্ঠানিক খুতবায় এবং ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য আলাপচারিতায়। তিনি তার সাহাবীদের একনিষ্ঠ অভিভাবক ছিলেন। সাহাবীরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা-জটিলতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সাহাবীদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণি ছিল; সাদাসিধে বেদুইন সাহাবী (যারা নিজেদের যাযাবর জীবনের বাইরে বেশি কিছু চিন্তা করতেন না কিংবা গুরুত্বও দিতেন না) থেকে শুরু করে অবিশ্বাস্য যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু মানুষ—বিশ্ব-নেতৃত্বে যাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তারা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একান্ত অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি তাদের জ্ঞান, বোধগম্যতা ও আত্মিক উন্নতির পিপাসা নিবারণ করেছেন। আর তিনি এটা এমনভাবে করেছেন, যাতে তারা একটি ঐতিহাসিক ও পরম সফল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হন, যা কল্যাণের দিকে পৃথিবীর ইতিহাসই পাল্টে দিয়েছে।

তার এই বিস্ময়কর সফলতার ইতিহাস ও তথ্যসূত্র যদি সহজে পাওয়া না যেত, তাহলে বিশ্ববাসী অবশ্যই তা উদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করত। তবে আমরা খুবই ভাগ্যবান। তার জীবনী, তার কথা ও কাজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিনি এই উম্মতের সর্বশেষ নবী ও রাসূল। স্বাভাবিকভাবেই তার আনীত বার্তা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিগত চৌদ্দশ বছরের অধিককাল ধরে মানবজাতির কল্যাণে হাজার হাজার মনীষী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। তারা ছিলেন অবিশ্বাস্য যোগ্যতার অধিকারী এবং তাকওয়া-পরহেজগারিতেও

অতুলনীয়। তারা একটি নতুন শাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন; *উলুমুল হাদীস* অথবা হাদিস বিজ্ঞান। তারা হাদীস সংকলন করেছেন এবং যারা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের জীবনী, বিস্তারিত মন্তব্য এবং এ শাস্ত্রের আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিশাল বিশাল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাদীস হচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্যের একটি একক এবং অবিসংবাদিত ধনভান্ডার। পৃথিবীতে আর কোনো নবী কিংবা নেতা এমন নেই, যার কথা ও কাজকে এমন গভীর, বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য দলিলাদিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটি অবশ্যই রহমতের ফল্গুধারা; তবে এটি তাদের জন্যই রহমত—যারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং এ থেকে উপকৃত হয়।

অধিকাংশ হাদীস-গ্রন্থই বিজ্ঞদের জন্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সিহাহ-সিত্তাহ বা প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস-গ্রন্থ—*সহীহ বুখারী*, *সহীহ মুসলিম*, *সুনান আবি দাউদ*, *সুনান আত-তিরমিযী*, *সুনান ইবনে মাজাহ* এবং *সুনান আন-নাসাই*। এ ছাড়া আরও শত শত হাদীস-গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—*মুসনাদে ইমাম আহমাদ*, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, *মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা* এবং *মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক*। এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই এর প্রেক্ষিত, পরিভাষা এবং হাদীস সংকলনে অনুসৃত শর্তাবলি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখতে হবে। তদুপরি কুরআন ও সুন্নাহর ওপর এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাতে যথাযথভাবে সংকলিত হাদীসের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয়। হাদীসের শিক্ষার্থীরা পবিত্র এই ইলমকে অধ্যয়নের শুরুতে কেবল প্রাক-যোগ্যতা অর্জনে বছরের পর বছর ব্যয় করে। যথাযথ প্রাক-যোগ্যতা ও সঠিক দিক-নির্দেশনা ছাড়া একজন সাধারণ পাঠক সরাসরি হাদীসগ্রন্থ থেকে খুব বেশি উপকৃত হতে পারে না এবং অনেক সময় সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

এভাবে শুরু থেকেই হাদীসের বিশাল ভান্ডার থেকে যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ কিছু নির্বাচিত অংশের সংকলনও জরুরি অনুভূত হয়, যাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় হাদীস ও এর শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণির কিছু